ওরে বর্ণচোরা ঠাকুর এল অথবা
পূর্বোত্তর - গঠনমূলবাদ ও সাহিত্য-সমালোচনা

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

'যজ্ঞের কথা বলিতে চাহি ; আপনারা অবধান কন।'
যতটা ছড়িয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সে নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, এখানে তেমন করা যাবে না। এ যজ্ঞ নেহাতইঅর্ব াচীন। আপাতত দুটি রূপে তার পরিচয় গঠনমুলবাদ (স্ট্রাকচারালিজম) ও উত্তর-গঠনমূলবাদ (পোষ্ট-স্ট্রাকচার-লিজম)। পঞ্চাশের ও ষাটের দশকে এর দর্শন পেয়েছিলেন কয়েকজন গলিক (নামান্তরে ফরাসি) ঋষি। একই বেদ হলেও তার সংহিতা দুটি, ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদ অনেক ক'টি। ভাষাতত্ব, মনস্তত্ত্ব, সমাজ - বিজ্ঞানাদি (মুখ্যত নৃতত্ত্ব বহু রাজ্যে এর প্রচলন আছে। তার প্রায় সবটাই আমার জানা- বোঝার বাইরে। এখানে শুধু সাহিত্য-সমালোচন ার ক্ষেত্রে এই n-ও n+1-তম সংহিতা নিয়ে দু-চার কথা বলতে চাই। জ্ঞানচর্চার অন্যন্য জগতে এ-বেদের হয়তে া ইতিবাচক অবদান আছে, কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে কুপ্রভাব ছাড়া আর কিস্‌সু নেই-আপাতত এটুকুই উ পপ াদ্য।

গঠনমুলবাদ, উত্তর - গঠনমূলবাদ - নামদুটো এ লেখায় বারবার আসবে। এত বড় বড় শব্দ লিখতেও ক্লান্তি, কম্পোজ করতেও বিরক্তি, প্রুফ দেখতেও অসুবিধে, জায়গাও জোড়ে অনেকখানি। এর পর থেকে তাই লেখা হবে
গবাদ /- বাদী গঠনমূলবাদ /- বাদী
উগবাদ /- বাদী উত্তর - গঠনমূলবাদ /-বাদী
লেখার ও ছাপার সুবিধের জন্যেই এমন করা ; সত্যি বলছি, আর কোনো বদ মতলব নেই।

হবাৎ যজ্ঞ, বেদ ইত্যাদির কথা কেন ? আমার মনে হয়, মীমাংসা (পূর্ব-মীমাংসা) ও বেদান্ত (উত্তরমীমাংসা) দর্শনের সঙ্গে গবাদ ও উদবাদের মিল আছে। শব্দ আর ভাষা নিয়ে এমন কৈবল্য ইংল্যাণ্ডেও একবার দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু খাঁড়ির ওপারে তেমন সাড়া জাগে নি। গত কুড়ি বছরে আবার অ্যাংলো-স্যকৃসন হাওয়ার চেয়ে গলিক হাওয়া অনেক জোরদার। শব্দ ও চিহ্নের জোড়া অর্থতত্ত্ব (সেম্যান্‌টিক্‌স্‌ আর সেমিওটিক্‌স্‌) ঢেউ তুলেছে অতলান্তিকের ওপ ারেও। শেষে তার ধাক্কা এসে লাগল হুগলীর কূলে। বোধহয় পদ্মাতেও। আপাতত তাই।
ফুকো বার্ত দেরিদা লাকঁ
না জানলে জীবন ফাঁকা।

আরও একটা কথা বলার আছে। এই লেখা থেকে কেউ যদি গবাদ ও উগবাদের সাধারণ পরিচয় পেতে চান, তিনি হত াশ হবেন। গোড়ায় এর উৎপত্তি ও বিকাশের কথা আসবে, কিন্তু খুব বেশি নয়। তাতে সবার মন ভরবে না। এটিআদ্যে াপান্ত পলেমিক, আর কোনো প্রবলেমাটিক নেই।
অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।

সাহিত্য আর (সাহিত্য-) সমালোচনা (নন্দনতত্ত্বেরই যা একটি অংশ) একই সময়ে না জন্মালেও, দু-এর মধ্যে সময়ের

ব্যবধান খুব বেশি হবে না। কেউ কোনো গান বাঁধলে তার ভালো-মন্দ পছন্দ -অপছন্দ নিয়ে কথা তো বলবেই। বিনাশ্রয়ং ন তিষ্ঠন্তি কবিতা বনিতা লতা। তার থেকেই আস্তে আস্তে আরও গোছগাছ করে সাহিত্য-সমালোচনার জন্ম। অনেক সাহিত্যিক নিজেরাও ছিলেন সমালোচক। ছোঁয়াকাতুরে লেখকরা অবশ্য শুধুই-সমালোচকদের সর্বদা ভালো চোখে দেখেন নি। কিন্তু আলেকসাণ্ডার পোপ-এর মতো কেউ কেউ অন্তত বিশ্বাস করেন

In Poets as true genius is but rare,
True Taste as seldom is the Critic's share,
Both must alike from Heav'n derive their light,
These born to judge, as well as those to write.

সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ (গান/কবিতা, নাটক, রোমান্স, উপন্যাস, ছোটোগল্প ইত্যাদি) যেমন গড়ে ওঠে সময়ের তাগিদে, একের থেকে আলাদা হয়, তেমনি সমালোচনার ক্ষেত্রেও তৈরি হয় নতুন নতুন পরিভাষা। ভালো লাগা না-লাগা-র সরল প্রতিক্রিয়াই যথেষ্ট মনে হয় না। কথা ওঠে আঙ্গিক ও বিষয়ের সম্পর্ক নিয়েও। কালে ব্যাপারটা একটু প্রকরণবহুল বা টেকনিকাল হয়ে দাঁড়ায়।

সাহিত্য-সমালোচনার নানা ধারা অতীতেও ছিল, এখনও আছে। ইওরোপে আরিস্তোতল-এর 'পোএটিক্স্' আ৪র অ
মাদের দেশে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' থেকে দুটো বিচ্ছিন্ন ধারা বইছে। গবাদ / উগবাদ আসায় কাউকেই পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যেতে হয় নি। এমনকি সত্তরের দশকে, তার রমরমার দিনেও, খোদ ফ্রান্সের তাবৎ সমালোচকই গবাদী / উগবাদী হয়ে যান নি। তবে হালে সাহিত্য-সমালোচনা নিয়ে যতটা মাতামাতি হচ্ছে, অতীতে বোধহয় তার নজিরনেই। সতেরো- আঠারো ফ্রান্স-ইংল্যাণ্ডে 'প্রাচীন' ও 'আধুনিক'-এর লড়াই এর কাছে ছেলেখেলা। সাহিত্য-সমালোচনার সমাজ - বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব তো আগেই এসেছিল। মার্কস, ফ্রয়েড ও ইউং এই শতকে বেশ ভালোভাবেই দেখা দিয়ে-ছিলেন সাহিত্যের প্রসঙ্গেও। পাঠশালা-মার্কার সমালোচনার পাশাপাশি তাঁদেরও একটা জায়গা হয়ে গিয়েছিল। ত
ারপরেও আরও অনেক সম্প্রদায় বা উপ-সম্প্রদায় একে-একে এসে এই এলাকায় নিজের নিজের ঝাণ্ডা পুঁতেছে।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে নতুন দাবিদার হয়ে দেখা দিল নব্যভাষাতত্ত্ব, অযুক্তিবাদী দর্শন, নৃতত্ত্ব ও ফ্রয়েড-উত্তর (বা তারই শোধনবাদী) মনস্তত্ত্বে নানা শাখা। আমরা পেলুম চিহ্নার্থতত্ত্ব (সেমিওটিক্স্), বস্তুরূপতত্ত্ব (ফেলোমেনোলজি), গ্রহণতত্ত্ব (রিসেপশন থিওরি), প্রেরণতত্ত্ব (হের্মেনিউটিক্স্) নারীবাদ (ফেমি-নিজম)।১ যেমন মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে, তেমনি মার্কসবাদের বেলায়ও নানা ধরনের 'বাম' ও 'দক্ষিণ' শোধনবাদী ধারা তার সঙ্গে এসে জুটেছে (যেমন, তথাকথিত অ
ালতুসে - উত্তর মার্কসবাদ)। গবাদ / উগবাদও তেমনি নতুন ভাগ চায়।

ইওরোপ ও আমেরিকায় এ সবই এসেছিল একটা ধারা বেয়ে। মার্কসবাদের পাশাপাশি অযুক্তিবাদী দর্শনের একটি ধ
ারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে থেকেই কুল কুল করে বইছিল (কির্কেগার্ড, হাইড্েগার, হুস্সের্ল্ ইত্যাদি)।২ পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে কাম্যু ও সার্ত্র -এর অস্তিবাদ নিয়েও কী হল্লাই না হয়েছে (কোন্ মপথে সে ধারা হারাল? এখন তো আর তার নামই শুনি না)! কিন্তু আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে নতুন নতুন তত্ত্ব ও তত্ত্বকারদের নাম যেন প্যারাশুটে করে নামল বৃহত্তর কলকাতার নির্দার্শনিক পোড়ো জমিতে। একো, গুবিনেস্কি, তোদোরোভ, বাখতিন, বার্ত--এসব নাম না-জ
ানা (তার বেশি কিছু না- জানলেও চলে) এখন বুদ্ধিজীবী মহলে রীতিমতো অপরাধ!

স্বদেশী কেচ্ছায় পরে আসা যাবে। এবার গবাদের উৎস ও বিকাশের দিকে নজর দেওয়া যাক। সাহিত্য - বা শিল্প - সম
ালোচনার নিজস্ব কোনো গরজ থেকে গবাদ আসে নি। জন্মায় নি বিদ্যাচর্চার কোনো বিশেষ একটি সূত্র থেকে। তবে ফা
র্দিনাঁদ দ্য সোস্যুর (১৮৫৭-১৯১৩)-এর ভাষাচিন্তাকে এর মূল খুঁটি বলে ধরা যায়। দ্য সোস্যুর ছিলেন সুইট্সারল্যাণ্ডের লোক। পি-এইচ ডি করেছিলেন সংস্কৃত ভাষায় সম্বন্ধ- পদের প্রয়োগ নিয়ে('দ্য ল্যাঁল্গয় দু নেতিভ আবসুলআঁ সঁ

াসত্রিত', ১৮৮০)। ভাষাতত্ত্বের চলতি পরিভাষা বা ধরনে তিনি খুশি ছিলেন না। এর জন্যেই তিনি মনে-মনে গড়ে তুলছিলেন এক নতুন ভাবনার ছাঁচ। তাঁর 'ক্যুর দ্য ল্যাঁগুইস্তিক জেনেরাল' (১৯১৫) ভাষাতত্ত্ব চর্চার জগতে এক দিক্‌চিহ্ন।৩ এখানেই এল 'চিহ্ন' হিসেবে ভাষাকে দেখার ঝোঁক। বাচ্য (সিঞ্জিফিকাঁত) -বাচক (সিঞ্জিফিএ) সম্পর্ক, ভাষা (লাঁগ) --বাক্ (পারোল), অনেককালীনতা (ডায়াক্রোনি)- এককালীনতা (সিনক্রোনি) ইত্যাদি দু-ওয়ারি (বাইনারি) ভাগের চল শু হলো দ্য সোস্যুর থেকেই। কিন্তু, জার্মান মার্কসবাদী সাহিত্যবিদ্ রবার্ট ভাইমান যেমন বলেছেন, অনেককালীন পরিমার্গ (অ্যাপ্রোচ) - কে পূরণ করার জন্যে - তার পরিবর্তে নয়-সোস্যুর যখন ভাষাচর্চার এককালীন ধারা গড়ে তুললেন, তখন এমন ভাবা শক্ত ছিল যে, তার থেকেই ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের প্রথাগত পদ্ধতি তথা সমাজ-বিজ্ঞানের ইতিহাসমুখীনতার ক্ষেত্রে দেখা দেবে এক কঠিন চ্যালেন্‌জ্।৪

এই ধারাকে সমাজ-বিজ্ঞানের - আদতে নৃতত্ত্বের-জগতে নিয়ে এলেন ক্লোদ লেভি-স্ত্রাউস (জ. ১৯০৮)। পুরাণ বা অতিকথার (মিথ) বিশ্লেষণে সোস্যুরীয় গবাদ -কে তিনি কাজে লাগালেন বেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে। কাঁচা/রাঁধা ঃ স্বভাব/সংস্কৃতি--এই ধরনের দু-ওয়ারি ভাগাভাগির নমুনাও হাজির করলেন বেশ সুঠাম ভঙ্গিতে। এই স্ল্যাশ (/)-কিছুদিন আগেও যাকে বলত স্ট্রোক -চিহ্নটা গবাদীদের আশ্চর্য অবদান। এ দিয়ে শুধু 'বা' বোঝায় না, আরও কত কিছু যে বোঝায়!
ওদিকে রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লবের (১৯১৭) আগেই ছিল এক আঙ্গিকবাদী (ফর্মালিস্ট) সমালোচকগোষ্ঠী। তাঁদেরই একজন ছিলেন ভাষাতত্ত্ববিদ্ রোমান ইআকবসন (১৮৯৬-১৯৮২)। পরে (১৯২০) তিনি চলে গেলেন চেকো-স্লোভাকিয়া-য়। সেখানে প্রাগ ভাষাতাত্ত্বিক চত্রের মাধ্যমে গবাদ - চর্চা আরও ছড়িয়ে পড়ল। ইআকবসন নিজেই আধুনিকসাহিত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার উৎসাহী ছিলেন। চেক সমালোচকরাও গবাদ-কে প্রয়োগ সাহিত্য সমালোচনায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে (১৯৩৯) ইআকবসন চলে আসেন আমেরিকায়। তাঁর পরিচিত আরও বাড়ে। অনুরাগী ও জোটে অনেক। লেভি - স্ত্রাউস-ও জানিয়েছেন ইআকবসন-এর তাঁর ঋণের কথা।৫

এর মধ্যে মনস্তত্ত্ব ও সমাজ - বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার কিছু বিদ্বানও গবাদের দিকে ঝুঁকলেন। বিশ্ব মনোবিকলন সমিতি থেকে জাক লাকঁ (১৯০১-৮১) -কে তাড়িয়ে দেওয়ার (১৯৫৯) পর পারি -তে তিনি খুললেন তাঁর নিজের সম্প্রদায় (একোল ফ্রায়েডিয়েন, ১৯৬৪)।৬ তিনিও ইআকবসন -এর মাহাত্ম্য স্বীকার করেছেন।৭
এই সব মিলিয়ে, রাশিয়া - চেকোস্লোভাকিয়া হয়ে আমেরিকা-ফ্রান্স, তারপর ইংল্যাণ্ড-ইতালি--এই হলো মোটামুটি গাবাদের ভৌগোলিক পরিত্রমার ইতিহাস।৮

সাহিত্য সমালোচনার জগতে নতুর চেহারায় গবাদ এল আরও একটু পরে। তার প্রধান উগ্‌গাতা (নাকি অধ্বর্য?) ছিলেন ফরাসির সমালোচক রলাঁ বার্ত (১৯১৫-৮০)। পরে অবশ্য এই অ্যাপোস্‌ল্-ই হয়ে যান অ্যাপোস্টেট। যে যা-ই হোক, ১৯৫৩ থেকেই বার্ত-এর বই বেরোতে শু করে। সমাজ বিজ্ঞানের জগতে গবাদের প্রধান পুষ৯ মিশেল ফুকো (১৯২৬-৮৪)-র প্রথম বই বেরোয় ১৯৬১-তে। জাক দেরিদা (জ. ১৯৩০) ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক, সাহিত্য - সমালোচনাও করতেন। ১৯৬৬-তে জন্‌স্ হপকিন্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়, বাল্‌টিমোর -এ এক সম্মিলনের জন্যে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন (এই সম্মিলনে হাজির ছিলেন, দেরিয়া ছাড়াও গোল্ডমান, তোদোরোভ, বার্ত ও লাকঁ)। তার ইংরিজি অনুবাদ থেকেই তখন লোকে জেনেছিল তাঁর মতামত। ১৯৬৭-তে এক দফায় তাঁর তিনটি বই বেরল এ সবের ইংরিজি তর্জমা হতে সু করে সত্তরের দশকে। শ আঙ্গিকবাদীদের লেখাপত্রের ফরাসি ও ইংরিজি তর্জমা হয়েছে আরও পরে--মূলত আশির দশকে (যদিও যাট ও সত্তরের দশকেও অল্প কিছু বেরিয়েছিল)।১০

এইখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। কেউ কেউ দেখি শ আঙ্গিক-বাদীদেরও গবাদ ও উগবাদের সঙ্গে একই কামরায় ঢুকিয়ে দেন। অনেক 'রিডার' (=বিভিন্ন ব্যক্তির রচনার পুরো বা আংশিক সঙ্কলন)-এও তা-ই করা থাকে। গবাদ/

উগবাদ একটা ছাউনি নয়, অনেক ক'টা আলাদা আলাদা শিবির---নিজেদের ভেতরেও বিস্তর কাজিয়া চলে।শ আঙ্গি কবাদ এদের থেকে অনেকটাই আলাদা। আর মিখাইল বাখতিন (১৮৯৫-১৯৭৫) - কে কারও সঙ্গেই এককরা উচিত নয়।

সত্তরের দশকে ইঙ্গ-মার্কিন সাহিত্য সমালোচনার জগৎ ছিল শান্ত, নিপদ্রব। ইতিহাসের দর্শন, বিজ্ঞানের দর্শন, বা স াধারণভাবে দর্শনের জগতের আলোড়ন তাকে ছুঁত না। ঐ সময়ের একটি ছাত্রপাঠ্য সমালোচনা-সঙ্কলন১১ দেখলেই ব্যাপারটা ধরা পড়ে। ১৯৭৬-এ প্রকাশিত এই বইতে বিশ শতকের সমালোচনা বলতে বোঝানো হয়েছে পাঁচটিমূল ধ ারা ১. আঙ্গিকবাদী (কোলরিজ, কান্ট, রিচার্ডস, এলিঅট, ব্রক্স ইঃ); ২. রূপ (জ্যঁর)মূলক (আরিস্তোতল, আর এস ক্রেন, নথরপ ফ্রাই, ওয়েন বুথ ইঃ); ৩. আদিকল্প (আর্কিটাইপ -মূলক (ইউং, কেনেথ বার্ক ইঃ); ৪. ঐতিহাসিক (ইপো লিত তেন, এডমণ্ড উইলসন, এ এস পি উডহাউস, লাওনেল ট্রিলিং ইঃ), ও ৫. আন্তর্বিদ্যামূলক (হার্বার্ট রিড, লেভি - স্ত্রাউস, সুসান সোন্টগ, আর্নেস্ট জোন্স্ ইঃ)। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার একাধিক ধারায়ও আছেন।
তেমনি ১৯৭৫-এ প্রিনএস্টন ঝিবিদ্যালয় প্রেস থেকে বেরিয়েছিল কবিতা ও কাব্যতত্ত্বের এক ঢাউস ঝিকোষ।১২ তাতে গবাদ বা অবিনির্মাণ (ডিকন্স্ট্রাকশন)-এর নামগন্ধ ছিল না (১৯৭৯-র পুনর্মুদ্রণেও না)।

১৯৭২-এ ডেভিড লজ যখন বিশ শতকের সাহিত্য-সমালোচনা নিয়ে একটি রিডার বার করেছিলেন, তার শেষ লেখা ছিল ফ্র্যাঙ্ক কার্মোড-এ (১৯৬৬)। ইঙ্গ-মার্কিন লেখকদের বাইরে ছিলেন শুধু লেভি-স্ত্রাউস ও বার্ত। তার পরেই সিন নদীর কল্লোল ছাপিয়ে উঠল বাকি সব আওয়াজকে। 'লা ন্যুভেল ত্রিতিক' (নব সমালোচনা) বাদ দিয়ে আর তো চলে না। প্রথমে আমেরিকায়, পরে ইংল্যাণ্ডেও তার শীকর এসে পৌঁছেছে। ফলে ১৯৮৮-তে বাধ্য হয়েই লজ-কে আধুনিক সমালোচনা ও তত্ত্ব নিয়ে আর-একটি নতুন রিডার বার করতে হলো।১৩ কলকাতাকেও এখন এমন ডজন খানেক ইংরিজি রিডার ও নতুন সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে পাতলা -মোটা বেশ কিছু কেতাব পাওয়া যাচ্ছে। খুদে পত্র-পত্রিকাতেও বেরাচ্ছে টুকটাক অনুবাদ ও ঘ্যাম-অঘ্যাম প্রবন্ধ।

পথ ভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি',
মূর্তি ভাবে 'আমি দেব' --হাসে ওরিগামি।

সাহিত্য - সমালোচনার গবাদ বলতে কী বোঝায় সেটা এবার দেখা যাক। টেরি ইগলটন (জ.১৯৪৩) তার একটা চমৎকার নমুনা দিয়েছেন। ১৪ ধন এই একটা গল্প

বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে ছেলে বাড়ি থেকে চলে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে ভর দুপুরে সে পৌঁছল বনে। আর পড়ে গেল এক গাড্ডায় (রূপক-অর্থে নয়)। বাবা এলেন ছেলেকে খুঁজতে। গর্তটার দিকে চোখও চালালেন। কিন্তু অন্ধকারে তাকে দেখতে পেলেন না। তখনই সূর্য উঠল এক্কেবারে মাথার ওপর। সেই আলোয় কেটে গেল গাড্ডার গভীর আঁধার। বাপ তখন ছেলেকে উদ্ধার করে তাকে নিয়ে বাড়ির দিকে চললেন। সব মিটমাট হয়ে গেল।
এর গবাদী ব্যাখ্যা দাঁড়াবে এইরকম
প্রথমেই একটা ছক (ডায়াগ্রাম)করা দরকার । তার বাচন (সিগনিফিকেশন)-এর প্রথমে একক হলো
ছেলে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে
এর পুনর্লিখিত পাঠ হবে
নিচু বিদ্রোহ করে উচুর বিদ্ধে
ছেলেটি বনের পথে হাঁটছে অনুভূমিক অক্ষে যা কিনা উল্লম্ব অঙ্ক 'নিচু / উচু'-র উল্টো। একে সূচিত (ইন্ডেক্স্ড) করা হবে 'মাঝখান' দিয়ে। গাড্ডায় পড়ার ব্যাপারটা আবার 'নিচু'রই বাচক, মধ্য - আকাশে সূর্য যেমন 'উচু'ক। গাড্ডায়

আলো ফেলে সূর্য যেন এক অর্থে 'নিচু' হলো। তার মানে, গল্পের প্রথম বাচক-এককটি ঘুরে যাচ্ছে (সেখানে 'নিচু'ই অ াঘাত করেছিল 'উচু'কে)। বাপ-বেটার মিটমাট হয়ে যাওয়া মানে 'উচু'- 'নিচু'র ভারসাম্য ফিরে আসা। দুজনের একসঙ্গে বাড়ি ফেরা হলো 'মাঝখান'।

ইগলটন হয়তো একটু বেশি ইয়ারকি করেছেন । তবে, আমাদের এক প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর প্রিয় বচন স্মরণ করে বলা যায়, স্থূলে ভুল নেই। তাছাড়া এমন ইয়ারকি মারার অধিকার ইগলটন -এর আছে। অনেক ঘাটের মধ্যে, 'আলতুসে-মার্কা (গবাদী) মার্কসবাদ' নামক ঘাটের জলও তিনি একদা কণ্ঠ পুরে খেয়েছেন। এই তথাকথিত বয়ান-বিজ্ঞান (টেক্সচুাল স ায়েন্স) -এর মারপ্যাঁচ তাঁর পক্ষেই আরও ভালো বোঝার কথা।*

*তণ বয়েসে মার্কসবাদ আর ক্যাথলিকতন্ত্রের মিলনের ব্যর্থ চেষ্টা করে, ব্রিটিশ নয়া বাম ঐতিহ্যে লীভিস-ও মার্কস-এরর পথ পেরিয়ে, ইগলটন কিছুদিন ঘুরেছিলেন আলতুসে- মার্কা মার্কস- বাদের ভুলভুলাইয়ায়। তখন তিনি যে-ভাষ ায় লিখতেন তা পড়ে ই পি টমসম-এর রীতিমতো টরেটম লেগে গিয়েছিল ('দ পভার্টি অফ থিওরি অ্যাণ্ড আদ ারএসেজ' লণ্ডণ দ মার্লিন প্রেস, ১৯৮১-এর শেষ কভারে বেড়াল কাঁধে, মাথায় হাত দিয়ে মুখনিচু অবস্থায় টমসন-এর একটা ছবি আছে। সে কি আলতুসে ও / বা ইগলটনপড়ার পরিণাম?)। একটা নমুনা দেওয়ার লোভ সামলানে াগেল না

'A double articulation GMP / GI-GI/ AI/ LMP is, for example, possible, whereby a GI category, when transformed by AI into an ideological component of an LMP, may then enter into conflict with the GMP social relations it exists to reproduce.' (Criticism and Ideology, London: NLB, 1976, p. 61)

ইগলটন অবশ্য এখন অনেক 'লরম' হয়েছেন। আশির দশকের গোড়া থেকেই তিনি বুঝতে শু করেন এই পথ তাঁর নয়।
ইগলটন আরও দেখিয়েছেন বাপ-ছেলের ঐ গল্পটার বিষয়বস্তু-র সঙ্গে তার গবাদী বিশ্লেষণের কোনো সম্পক্ক নেই।বাব া, ছেলে, গাড্ডা, সূর্য-এদের বদলে মা, মেয়ে, পাখি, ছুঁচো --এসব আনলেও গল্পটার কোনো ইতরবিশেষ হয় ন া।বিভিন্ন এককের মধ্যে সম্পর্ক-র গঠনটা এক থাকলেই হলো। সূর্য অবশ্যই অনেক উঁচুতে থাকে, আর গাড্ডা তো নিচু হবেই -- কিন্তু তাতে কী প্রমাণ হয় ? গল্পটার গুণাগুণের কোনো ফারাক হয় তাতে ? গবাদের চত্বরে এসব প্রত্নরপ্রবেশ নিষেধ।

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
দ্বয়োরেব সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দন ।।

কাল্পনিক দৃষ্টান্ত ছেড়ে একটি সত্যিকারের নমুনায় যাওয়া যাক। বোদল্যার -এর ''বেড়ালগুলো'' (লে শা) কবিতা টিনিয়ে এক লম্বা প্রবন্ধ লিখেছিলেন ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের জগতে গবাদের রই গ্রিপাল, ইআকবসন ও লেভি - স্ত্রাউস (''লে শা দ্য শার্ল বোদল্যার'', 'ল'ওম', হ, ১৯৬২ পৃ. ৫-২১। এর একটি বঙ্গানুবাদ করেছেন মৃণাল নাথ)।১৫ দুজনে মিলে কবিতাটির প্রায় প্রতিটি শব্দ, স্বর - ব্যঞ্জন, ছন্দ-যতি-মিল-অলঙ্কার--সবকিছু চিরে-চিরে দেখিয়েছেন। কবি তার শ ারীরবৃত্তের এমন ব্যবহারিক ব্যবচ্ছেদ--কদাপি ন ভূত (যদিও প্রভূত ভবন্তি, হয়তো বা ভবিষ্যন্তি-ও)।

লেখাটা পড়েই আমার মনে হয়েছিল সংস্কৃত অনুবাদে এটি পড়তে পেলে কালিদাসের টীকাকার শ্রীমল্লিনাথ নির্ঘাত স্ব র্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করতেন। নিজেকে হাঁদা ভেবে খানিক দুঃখুও পেয়েছিলুম। ইওরোপীয় সাহিত্য -সমালোচনার রীতি মক্শো করতে গিয়ে কেন যে সংস্কৃত ভাষ্যকারদের কায়দা-কানুনগুলো ছেড়ে দিলুম! এই তো বড় বড় সায়েবসুবোও

কেমন সায়ণ-মল্লিনাথের পথ ধরছেন। শব্দ ছাড়িয়ে নেবে গেছেন একেবারে ইলেক্ট্রন-প্রোটন -এর স্তরে --বর্ণে, ধ্বনিম (ফোনিম)--এ। বুদ্ধবচনে তাই তো কবিতাকে বলা হয়েছে 'চিত্তক্খরা চিত্ত ব্যঞ্জনা।'১৬
এই পরমাণু - বিভাজনের অসুবিধে একটাই কবিতাটা কেন কবিতা--সেটা কখনোই বলা হয় না। সরকারি বিজ্ঞপ্তি, নিবিড় চাষের উপযোগী সারের বিজ্ঞাপন, 'দেশ'-এর সম্পাদকীয় -এ সবের মতই কবিতা বলতেও বোঝায় শুধু ভাষার খেলা।

ব্যাপারটা এইখানে চোকে নি। ঐ যুগলবন্দী আলোচনার জবাবে এম রিফাতের একটি জববর প্রবন্ধ লিখেছিলেন।১৭ অন্যান্য আপত্তির মধ্যে তাঁর একটি আপত্তি ছিল এই যে, কবিতাটিকে দেখা হয়েছে নেহাতই দেশের দিক থেকে, কালের দিকটা দেখা হয় নি। বোদল্যার -এর সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিধিনিষেদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অন্য তাৎপর্য ধরা পড়ত ।

আমরাও এর সঙ্গে যোগ করতে পারি ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দ শাস্ত্র --এ সবের নিপুণ আলোচনার পরেও কবিতাটি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বা অনুভব কোনোটাই বাড়ে না। ''বেড়ালগুলো'' যদি ভালো হয়, তবে কেন ভালো, কিসে ভালো--তাও বলা হয় না। ইগলটন যাকে বলেছেন 'দাঁদ খোঁটার নাছোড় ভাব', সেই নিয়ে কবিতা, গল্প, উপন্যাস (বা তার অংশবিশেষ) ও ফিল্মের এহেন বিশ্লেষণে (বিষয়বস্তুর সঙ্গে যার কোনো যোগ নেই) সমালোচনার কোনো নতুন দিগন্ত খুলে যায় নি।১৮ বরং গোটা ব্যাপারটা --এখনকার ছাত্রছাত্রীরা যেমন বলে--ঘেঁটে গোল হয়ে গেছে। এমনিতে বেশ বুদ্ধিমান ও সংবেনশীল মানুষও দেখি ঘুরে মরছেন কথার এই কানাগলিতে।

একভূভয়োরেকদলয়োরেককাণ্ডয়োঃ।
শ্যালিশ্যামাকয়োর্ভেদঃ ফলেন পরিচীয়তে।।

তত্ত্ব আলোচনার চেয়ে আরও দৃষ্টান্ত দেওয়াই ভালো। বালজাক -এর ''সারাসিন'' ও বোদল্যার-এর অনুবাদে এডগার অ্যালান পো-র একটি গল্প (''দ ফ্যাক্টস ইন দ কেস অফ এম ভাল্ডেমার'')-র গবাদী বিশ্লেষণ করেছিলেন রলাঁ বার্তা।১৯ মূল গল্পকে ছোটো ছোটো অর্থ --একক বা 'লেক্সিআ'র ভেঙে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন স্তরে বা সঙ্কেত (কোড)-এ একই সঙ্গে তার কত অর্থ হতে পারে। যাঁরা শুধুই আধুমিক সাহিত্য, পড়েন এমন পাঠকদের কাছে কায়দাটা খুব অভিনব মনে হবে। বেদ-ব্রাহ্মণের ছাত্রের কাছে এ সবই কিন্তু খুব চেনা। সায়ণভাষ্যে এই কাজটাই সুচাভাবে করা থাকে। 'রাজন্যবন্ধু' মানে কোথায় 'নিকৃষ্ট রাজন্য', আর কোথায় 'ক্ষত্রিয়'--তা -ও তিনি নিজ জ্ঞানবুদ্ধিমতো বলে দেন।২০ কোথাও কোথাও 'বা' বলে বিকল্প অর্থেরও প্রস্তাব করতে হয়। উপনিষদের বেলায়ও প্রকরণে ভেঙে ভেঙে ভাষ্য করেছেন শঙ্কর। নাটকের ক্ষেত্রে সবাই তা-ই করেন। বার্ত -এর কাজে তেমন কোনো নতুনত্ব নেই, নবীনতা তো নেই-ই।

কিন্তু একটু অবাকই হতে হয় পো-র গল্পে 'আমি মরে গেছি' (আই ম্যাম ডেড) বাক্যটি নিয়ে বার্ত-এর উচ্ছ্বাস দেখে। জীবিত কোনো লোক একথা বলতে পারে না ঠিকই। কিন্তু খুব ক্লান্ত হলে বা আতঙ্কিত হয়ে পড়লে লোকে তো এমন বলে। এ নিয়ে এত কথা লেখার কী আছে ? দ্রৌপদীর শাড়ির মতো, শুধু যে বাড়তেই থাকে ! বারণ করা সত্ত্বেও কেউ যদি গেয়ে চলে ''যদি বারণ করে তবে গাহিব না'' (শ্যামল দত্ত চৌধুরীর চমৎকার বই 'ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে অমিতাভ'য় এর'ম একটি 'লেক্সিআ' আছে) ---তখন তো তাহলে আরও আশ্চর্য হওয়ার কথা। 'আমি মরে গেছি' --তেই যদি এই হয়, তবে ''জীবিত ও মৃত'' গল্পের শেষে রবীন্দ্র নাথেব মন্তব্যটি ('কাদম্বরী মরিয়া প্রমাণ করিল,সে মরে নাই') পড়লে বার্ত -এর বয়ান - বিশ্লেষণ বোধহয় থামতই না।

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে প্রথমের সাথে
তিনিই গবাদী যিনি চলেন তফাতে।

এবার আঙ্গিকের সূত্রে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। 'আমি'-র আঙ্গিকে বিস্তর গল্প-উপন্যাস (কবিতাও) লেখা হয়। গল্পের 'আমি' (যাঁর বকলমে গল্পটা লেখা) আর সত্যি 'আমি' (যাঁর কলমে গল্পটা লেখা)--এই দুজনে যে এক লোক নন, একটা বয়েসের পরে মোটামুটি সবাই সেটা বুঝতে পারে। 'পদিপিসীর বর্মিবাকস'-র গল্পটা যে বলে সেই মেজদিমণির খোকা (গোটা বইটির কোথাও তার নাম নেই) যে লীলা মজুমদার নয় --সেটা বুঝতে কি খুব বেশি বেগ পেতে হয়েছে? যদি হয়েও থাকে, তার পরে কমলেশ ব্যানার্জি ওরফে প্যালারাম আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে আলাদা লোক --সেটুকু সহজবুদ্ধিতেই ধরা গেছে। আবার 'আরণ্যক'-এর 'আমি' যে অনেকটাই বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় নিজেই -- সেটা বুঝতেও খুব একটা মেহনত করেতে হয় না।

কিন্তু এত সহজে কি ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া যায় ? গবাদীরা তেমন বান্দাই নন। বার্ত পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'সে' -র আঙ্গিকে লেখা গল্পকে (অর্থাৎ যে-গল্পে 'আমি'-র বকলম নেই) 'আমি'-র আঙ্গিকে লিখে দেখো-ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় হালে আবার জেফ্রি বেনিংটন এর উল্টো পরীক্ষা করেছেন।২১ 'আমি'-র আঙ্গিকে লেখা গল্পকে 'সে'-র আঙ্গিকে নিয়ে গিয়ে তিনি বুঝতে চেয়েছেন কোন্ 'আমি'-টা কথক, আর কোন্টা লেখক।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে বেরনো, চকচকে কাগজে ঝকঝকে ছাপা, হাজার টাকা দামের একটু পুষ্টু বইতে এমন জিনিস পড়লে গোড়ায় একটু গোলমাল লাগে ঠিকই। কিন্তু গোটা ব্যাপারটাকে পশুশ্রম ছাড়া আর কী বলা যায়? বেনিংটন এর গালভরা নাম দিয়েছেন, "ভঙ্গ 'আমি' " (The Split 'Je') । এই Ich-Form নিয়ে আপাত সুগহন লেখা আছে মিহাও গুবিনেস্কি-র।২২ পিষ্টপেষণের এমন নমুনা পরীক্ষার খাতার বাইরে কদাচিৎ মেলে। (চার্লস ডিকেনস-এর 'ডেভিড কপারফিল্ড' আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস কিনা ---এই প্রশ্নের উত্তরে এমন মণিমুক্তো ছাত্রদের লেখায় থাকে। উপযুক্ত স্পনসর -এর অভাবে তাদের প্রতিভার বিকাশ হয় না)।

রাজা পশ্যতি গণ্যাভ্যাং ধিয়া পশ্যতি পণ্ডিত ।
পশু পশ্যতি গন্ধেন ভূতে পশ্যন্তি বর্বরা ।।

শব্দার্থতত্ত্ব (সেম্যান্টিক্স্) ও চিহ্নার্থতত্ত্ব (সেমিওটিক্স্)-র ব্যাপারটা এখানেই সেরে নেওয়া যাক। তার পরে দেরিদা-র আশ্রমে যাওয়া যাবে।
এসব জিনিস বোঝার সেরা জায়গা কলকাতা তথা গোটা উত্তরাবর্তের লরি ও বেসরকারি বাস। তার পেছনে যেসব ছবি ও বাণী থাকে সেগুলো অনুধাবন করলে বিস্তর জ্ঞানলাভ হয়। যেমন
১. গজদন্তওয়ালা এক রাক্ষরের মুখ (আঁকা)
২. ঝুলন্ত একপাটি ছেঁড়া জুতো (সত্যিকারের)
২.১. সাদা বা রঙিন নাগরা - এক বা দু পাটি (আঁকা)
৩. "বুরী নজরবালে তেরা মুহ কালা" (লেখা)
৩.১. "দেখো মগর প্যারসে / প্রেমসে" (ঐ)

সব ক'টারই মানে এক কুসংস্কারগ্রস্ত লরিওয়ালা ভাবে, কেউ নজর দিলে তার বা লরি-র ক্ষতি হবে। তাই নানা ঢঙে সেটা কাটানোর চেষ্টা। ব্যাপারটা এইটুকুই। এখন এই নিয়ে কেউ যদি বিশাল প্রবন্ধ ফাঁদেন (সুনীল জিন্স্ নিয়ে যেমন নাকি লিখেছেন উম্বের্তো একো), সঙ্গে দেন গাদাগুচ্ছোর সাদা - কালো বা রঙিন ছবি এবং প্রয়োজনীয় চার্ট ও গ্রাফ'

(বি টি রোডে হপ্তায় ক'টা লরি ও বাসে কোন্ কোন্ ছবি বা বাণী দেখা গেছে), তার সঙ্গে তুলনা করেন মফস্বলের সাইকেল - রিক্শ-র পেছনে লেখা বাণীর -- সেটা মশা মারতে কামান দাগা। ৩-এর বাণীকার যে অতি খিটকেল আর ৩.১ -এরটির বেশি রসিক - এটা বুঝতে ও বোঝাতে কারও হয়তো বিশ-তিরিশ পাতা লাগতে পারে। সাধারণ বুদ্ধিওয়ালা লোক কিন্তু বাণীদুটো পড়েই সেটা বুঝে ফেলে।
কেন কিছু মানুষ এ ধরনের কুসংস্কারে ভোগে - সেটা অবশ্যই জানা দরকার। কিন্তু শুধু চিহ্নার্থতত্ত্ব এ বাবদে কোনো বাড়তি সাহায্য করতে পারে না।

ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট,
সংক্ষেপে বলিতে গেলে -- হিং টিং ছট্।

অথ উগবাদ। দু-ওয়ারি বিপরীতের যে-ছক খাড়া করেছিলেন দ্য সোস্যুর ও লোভি-স্ত্রাউস, তাকে অস্বীকার করেই কাজ শু করেন জাক দেরিদা। কোনো 'উৎস', 'কেন্দ্র', 'সমাপ্তি'র তিনি ধার ধারেন না। চিহ্নের জগৎটা তাঁর কাছে এক স্বপূর্ণ ঝি, তার না আছে ঠিক, না আছে ভুল, না আদি, না অন্ত। লেখক নিজে কিছু বলতে চেয়েছেন -- এমন দাবিকে দেরিদা কোনো পাত্তা দিতে রাজি নন। পাঠককেই তিনি খোলা লাইসেন্স্ দেন পদ-অর্থের অবাধ খেলার ভেতর দিয়ে নিজের মতো করে (এক বা একাধিক) মানে করে নাও (ইগলটন ঠাট্টা করে এর নাম দিয়েছেন পাঠকের মুক্তি-মোর্চা, রিডার্'স লিবরেশন ফ্রন্ট)। বার্তা -এর নালিশ ছিল 'ধ্রুপদী সমালোচনা কখনোই পাঠকের দিকে মনোযোগ দেয়নি ; তার পক্ষে, লেখকই একমাত্র ব্যক্তি।'২৩ তাঁর দাবি 'এই অতিকথার উচ্ছেদ করা দরকার লেখকের মৃত্যুরমুল্যেই হবে পাঠকের জন্ম।' উগবাদীরাও মূল লেখককে নেহাতই "কাগুজে" লেখক বলে মনে করেন। ভাবটা এইরকম তোমার যা লেখার সে তো লিখেছ, এবার আমি (=যে -কোনো পাঠ) দেখিয়ে দেব তুমি যা বলতে চেয়েছ তাতুমি বলতে পার নি। শব্দের অর্থ অনেক রকম হয়। দেখবে, ঘোড়াটা যে অর্থে ঘাস খাচ্ছে, গটা সে-অর্থে ঘাস খাচ্ছে না।
এইভাবে দেখানোর নামই অবিনির্মাণ। উগবাদ বলতে মূলত এই কায়দাকেই বোঝায়।
১৯৭৫ -এ দেরিদা-র সঙ্গে রবার্ট ত্রাসম্যান -এর এই নিয়ে কথা হয়েছিল।

ত্র পাঠক যে বয়ানটি লেখেন তা কি লেখকের লেখা বয়ান থেকে আলাদা ?
দে উই (হ্যাঁ)।
ত্র দুটি বয়ানের মধ্যে কি সাধারণ ('কমন') কিছু থাকে ?
দে উই। ২৪
ফলে, উগবাদী মতে, ঠিক পড়া --ভুল পড়া বলে কিছু নেই। ভুল পড়াও ঠিক পড়া!
রেনাঁ-র দার্শনিক লেখাপত্র ফরাসি থেকে ইংরাজিতে তর্জমা করেছিলেন রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। বেরিয়েছিল লণ্ডনের ট্রুবনার প্রকাশন থেকে (১৮৮৩)। এই শতকে দেরিদা-র একটি বই -এর ক্ষেত্রে সেই কাজ করেছেন গায়ত্রী চত্রবর্তী স্পিভাক। খুবই গৌরবের কথা। (অনেকে অবশ্য উল্লেখ করার সময় 'চত্রবর্তী'টা বাদ দেন, আর 'ফন্টানা ডিকশনারি অফ মর্ডান থিঙ্কার্স্'-এ দেরিদা-র অনুবাদিনী হিসেবে তাঁর নামটা Gayatri Chaknovorty ছাপা হয়েছে দেখে দুঃখু লাগে)। কেউ কেউ বলেন, দেরিদা বুঝতে গায়ত্রীর ভূমিকাটাও পড়া চাই, বেশ সাহায্য হয়।২৫

এইখানেই আমার একটু আপত্তি আছে। প্রথম কথা, দেরিদা-র বক্তব্য যে কী সে তো লেখার পরে দেরিদা-রও জানার কথা নয়। দ্বিতীয়বার পড়লে তিনিও অন্য রকম মানে করতে পারেন। অনুবাদের ভূমিকায় তার যে-ব্যাখ্যান দেওয়া হয়েছে, সে তো অনুবাদিনীর একটা বিশেষ সময়ের, নিজের বোধের ফসল। তাকে দেরিদা-র বক্তব্য বলে ধরবে কেন? আশা করি গায়ত্রীও একথায় আপত্তি করবেন না। ভূমিকায় তিনি নিজেই বলেছেন
'The text has no stable identity, stable origin… each act of reading 'the text' is a preface to the next. The reading of a self-professed preface is no exception to this rule.'

দেরিদা-র n- জন পাঠক - পাঠিকা ঃ-বার পড়লে n2 -সংখ্যক 'দেরিদা উবাচ' তৈরি হবে। কিচ্ছু করার নেই। তবে হ্যাঁ, এই n2-সংখ্যক ব্যাখ্যানের মধ্যে লসাণ্ড করলে হয় তো বা দেরিদা-র বক্তব্য জানা যাবে। শেক্স্পিয়র-এর 'জুলিয়াস সিজার'-এ প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যের সেই মুচি ; আর রবীন্দ্রনাথের ''সূক্ষ্ম বিচার'' ('হাস্যকৌতুক')-এর চণ্ডীচরণকে আদি অবিনির্মাণবাদী বলে ধরা উচিত।

'দেখো মগর প্যারসে' বাণীটা মনে আছে তো? দেরিদা-র পদ্ধতিতে 'অবাধ খেলা'য় আমার খেয়ালে আসে
মগর - মগরা - হুগলি জেলা - মগরার বালি - চোখের বালি - রবীন্দ্রনাথ - তোমার হলো শু আমার হলো সারা - ফিন রামসে... তবে শ্রীখণ্ডদেবের গ্রাজুয়েটেড সাইকো-থীসিস অভ ফোনেটিক ফরম্স যার জানা আছে (সুকুমার রায়ের 'চলচিত্তচঞ্চরি'দ্র), তার পক্ষে অবিনির্মাণ বোঝা কিছু কঠিন নয়

'... মনে কন গো। গো, । 'গো' মানে কি ? 'গোস্বর্গপশুবাক্বজ্রদিঙ্- নেত্রঘৃণিভূজলে', গো মানে গো, গো মানে দিক, গো মানেন ভূ -- পৃথিবী, গো মানে স্বর্গ, গো মানে কত কি। সুতরাং এটা সাধন করলে গো বললেই মনে হবে পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, ব্রহ্মাণ্ড। '' মানে কি? 'রব রাব ত রোধন' (রোদন?)', 'কর্নেরৌতি কিমপিশনৈর্বিচিত্রং ; মানে শব্দ। এই ঝিব্রহ্মাণ্ডের অব্যক্ত মর্মর শব্দ বিশ্বের সমস্ত সুখ দুঃখ ক্রন্দন -- সব ঘুরতে ঘুরতে ছন্দে ছন্দে বেজে উঠছে--মিউজিক অভ দি স্ফীয়ার্স-দেখুন, একটা সামান্য শব্দ দোহন করে কি অপূর্ব রস পাওয়া যাচ্ছে।'

ওয়র্ডস্ওয়র্থ-এর ''আ স্লাম্বার ডিড মাই স্পিরিট সিল'' কবিতায় 'ডায়ার্নাল' (diurnal) কথাটা পড়ে যাঁর 'ডাই' (die) ও 'আর্ন' (urn) শব্দদুটি মনে পড়ে,২৬ তিনি এ বাবদে শ্রীখণ্ডদেবের একলব্য-শিষ্য।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, দেরিদা-র নিজের করা অবিনির্মাণের কোনো নমুনা জোগাড় করতে পারি নি। মালার্মে, ভালেরি, জেনে ইত্যাদির বিষয়েও তিনি লিখেছেন, জানি। শেলি-র ''দ ট্রায়াম্ফ্ অফ লাইফ'' সম্পর্কেও তাঁর একটি ব্যাখ্যান আছে (যদিও কবিতাটির নাম ছাড়া তার আর কোনো কিছুর সঙ্গেই নাকি লেখাটির কোনো যোগ নেই!)।২৭ আমেরিকায় এই সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান মোহন্ত পল ডি মান-এর কোনো আস্ত বই-ও খুঁজে পেলুম না (প্রবন্ধ কিছু পেয়েছি)। তবে পি ডি জ্যুহ্ল-এর একটি লেখায় তার নমুনা পড়েছি।২৮ ভার্টিজিনাস পসিবিলিটিস অফ রেফারেন্সিয়াল অ্যাবেরেশন (আবার শ্রীখণ্ডদেবের কথা মনে পড়ে), অলঙ্কার (রেটরিক) ও যুক্তির মেভাগ, সৃষ্টিও সমালোচনার অভেদ-সম্পর্ক-শেষ অবধি এগুলোই হয়ে দাঁড়িয়েছে অনির্মাণের চরিত্রলক্ষণ। কোনো একটা মানেঠিক করা যাবে না--- আপোরিঅ -- পদার্থবিজ্ঞানের জগতের অনির্দেশ্যবাদের মতো অনির্ধারণযোগ্যতা (আনডিসাইডেবিলিটি)-ই তার শেষ কথা। ২৯

ফলে দেরিদা-র বয়ান (টেক্স্ট)-এর ঘরটা, এণ এইচ অ্যাব্রামস যেমন বলেছেন, একটা প্রতিধিবনি-ঘরের মতো, অর্থহীন ধবনিই শুধু প্রতিধবনিত হচ্ছে ওপরে-নিচে, এপাশে-ওপাশে; কে বলছে, কাকে বলছে, কী নিয়ে বলছে - কিছুরই ঠিক নেই; শুধু 'কিছু ভৌতিক গরহাজিরা' (গোস্টলি নন্ - প্রেন্সেস) চরকি খাচ্ছে শূন্য। সব মিলে এক অবিরাম 'একোলালিআ'।৩০

ধবনিটিরে প্রতিধবনি সদা ব্যঙ্গ করে,
ধবনি - কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।।

একটা বাচন (ডিসকোর্স) নেওয়া যাক।
---ডাক্তারবাবু, ভীষণ কাশি হয়েছে, হাজার ওষুধ খেয়েও সারছে না।

---কাশি হয়েছে তো কাশির ওষুধ খান, হাজার ওষুধ খেয়ে কী হবে ?
---আপনি তো বলে খালাস !
এ রকম 'অবাক জলপান'--পরিস্থিতি জীবনে সত্যিই আসে। কিন্তু তার মানে কি এই যে, বক্তাদের কোনো নির্দিষ্ট বক্তব্য নেই ? 'কাশি'কে 'কাশী' ভাবলে, বা 'হাজার'কে 'হারা-র' ধরলে উল্টা বুঝলি রাম তো হবেই। সেই মুহূর্তের বোঝার ভুল, বলার দোষ নয়।

বা আমার ছোটোবেলার একটা কণ অভিজ্ঞতা বলি। ভাইকে কে যেন একটা বাঁশি দিয়েছেন। খেলনা নয়, সত্যিকারের। সেটা দেখিয়ে কাকাকে বললুম, 'বাঁশিটা বাজে'। শুনে ভাই খেপে লাল। আমার কাছে 'বাজে'টা ছিল শুধুই ক্রিয়াপদ, ভাই-এর কাছে শুধুই বিশেষণ। ঘটনা হচ্ছে, 'বাজে' বলতে দুই-ই হয়। প্রসঙ্গ অনুযায়ী সেটা বুঝতে হবে।

কথা তবু থেকে যায় কথার মানেই
কঠোর বিকল্পের পরিশ্রম নেই !

পাঠকের ওপর -- বা তার 'লেখা'র ক্ষমতার ওপর --বার্ত বা দেরিদা যতটা ভরসা রাখেন, যেভাবে তার ঘাড়ে সব দ ায় - দায়িত্ব ছেড়ে দেন, তাতে তাই স্বস্তি হয় না। বিশেষ করে প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যে গেলে সমূহ বিপদ। তার ওপর সে-ভাষা যদি বৈদিক, সংস্কৃত বা পালি-প্রাকৃত হয়, তাহলেই চিত্তির।
একটা সহজ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন জিগেস করলেন (গীতা, ২।৫৪)
স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা
পাণিনি না-পড়েও কিঞ্চিৎ শিক্ষিত মানুষ এর মানে বুঝতে পারবেন 'স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষের ভাষা কী?' কিন্তু 'ভাষা' মানে 'ল্যাঁগ' বা 'পারোল'-- কোনোটাই নয়, পরম্পরা অনুসারে এক্ষেত্রে এর মানে হলো 'লক্ষণ' (অন্য ক্ষেত্রেও এই অর্থে শব্দটির ব্যবহার আছে)। কোনো টীকাটিপ্পনী ছাড়া এই কথাগুলো পড়লে কিন্তু ভুল পড়াই হবে।
অথবা ধন 'ঐতরের ব্রাহ্মণ' -এর একটি বাক্য (বিখ্যাত 'চরৈবেতি' গাথার প্রথমটি, ৩৩।৩)

নানাশ্রান্তায় শ্রীরস্তীতি রোহিত শুশ্রুম।
এখন 'নানাশ্রান্তায়' পদটির চার রকম ব্যাখ্যা হতে পারে
১. ন অনাশ্রান্তায় (=অন্ + আশ্রান্তায়)
২. নানা শ্রান্তায়
৩. নানা অশ্রান্তায়
৪. নানা আশ্রান্তয়
সায়ণভাষ্যে এর প্রথম দুটিকেই স্বীকার করা হয়েছে। তাহলে মানে দাঁড়াবে
১. হে রোহিত, আমরা শুনেছি, যে সম্যক্ শ্রান্ত নয়, তার সম্পদ হয় না।
২. ...যে শ্রান্ত, তার নানা সম্পদ হয়।
অর্থাৎ সন্ধি ভাঙার ধরন অনুযায়ী বাক্যটা হ্যাঁ - বাচক বা না-বাচক-দুই-ই হতে পারে। 'গীতা'র ঐ 'ভাষা' শব্দটির মতো এখানেও প্রসঙ্গ বুঝে, আগে-পরে দেখে, তরে চারটি মানে-র একটি ঠিক করতে হবে। ৩ নং-টি ধরলে পুরো ম ানেটাই উল্টে যাবে।
তেমনি ধন ''মহাপরিনিব্বান-সুত্ত''র মহান্ বাণী (২।২৬)

অত্তদীপা বিহরথ

মানে করা সহজ নয়। বৈদিক 'দ্বীপ'ও পালিতে 'দীপ', আবার 'দীপ', ও 'দীপ'। কোন্ মানেটা ধরব? এ নিয়ে মতভেদ আছে। শ্রীযুক্ত রিজ ডেভিড্স মানে করেছিলেন বি ঈ ল্যাম্পস্ আন্টু ইওরসেলভ্স্। শ্রীমতী রিজ ডেভিডস্ তর্জমা করেছেন ডু ইউ অ্যাবাইড ... আইল্যাণ্ড্স্ আন্টু ইত্তরসেলভ্স্। হালে, বর্মা পিটক সমিতির-র অনুবাদে আছে লেট ইত্তরসেল্ভ্স বি ইওর ফার্ম সাপোর্ট।৩১

ঘটনা হচ্ছে, বুদ্ধঘোসের অট্ঠকথা (=অর্থকথা, শাষ্য), তুরফান-এ পাওয়া সংস্কৃত পাঠ, চীনা ও তিববতী অনুবাদ -- সর্বত্রই দেখা যায় 'দীপ' শব্দটি 'দ্বীপ' অর্থেই নেওয়া হয়েছে।৩২ অন্যত্রও (যেমন, 'ধম্মপদ', ১৮।২) 'দীপ' অর্থে প্রতিষ্ঠ, অবিচলিত। তাই 'আত্মদ্বীপ হয়ে থাকো'--এটাই তার উদ্দিষ্ট নির্দিষ্ট অর্থ। 'ল্যাম্প' ধরলেও চমৎকার একটা মানে হয়, কিন্তু বুদ্ধবচনের তাৎপর্য সেটা নয়।

ইচ্ছে করে শ্লেষ অলঙ্কার ব্যবহার করলে অন্য কথা (যেমন আছে সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যে বা ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' অন্নদার আত্মপরিচয়ে), অন্যত্র বক্তার / লেখকের মাথায় একটাই অর্থ থাকে। প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় বা বুঝে নিতে হয় তিনি কী বলতে চান। আসলে সব জ্ঞানের ওপরে হলো কাণ্ডজ্ঞাণ। সেটা না থাকলে কিস্সু করার নেই। অবচেতন বলে একটা বেতো ঘোড়াকে যতই চাবুক মারা হোক, অভিধান-ব্যাকরণ - ভাষ্য (যদি থাকে)ইত্যাদির কোনো বিকল্প নেই। চোখ বুঁজে যে-কোনো ভাষ্যকার বা অনুবাদকের মত মেনে চলার যেমন কোনো মানেহয় না, তেমনি পাঠক-স্বরাজকেও অত নিরঙ্কুশ ভাবে মেনে নেওয়া যায় না। মাঝে মাঝে অসুবিধে হয় ঠিকই। ব্যাসকূট বা ব্রাক্স্ কোথাও কোথাও তো থাকবেই। তবে সেটা বিধি নয়, ব্যতিত্রম। গবাদী / উগবাদীরা সেই ব্যতিত্রমকেই বিধি (অর্থাৎ বিধির অভাব) বলে চালাতে চান।
হলে ভাবেতে ফতুর হই ভাষায় চতুর--
এটি নাহি ভুলি।
কেহ দেয় করতালি কেহ দেয় খর গালি
কানে নাহি তুলি।
গবাদ / উগবাদ সম্পর্কে অনেক ক'টি আপত্তি আগেই তোলা হয়েছে। এবার আরও কয়েকটি তোলা যাক।
যেমন, এঁদের লেখা পড়ে ভালো বোঝা যায় না।

রিভারোল একবার বলেছিলেন, 'যা স্পষ্ট নয়, তা ফরাসি নয়।' বিখ্যাত ভারতবিদ্ অধ্যাপক ব্লক-ও তা-ই শিখিয়েছিলেন তাঁর ছাত্র সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে। ৩৩ ফুকো, লাকঁ, দেরিদা-র এসে সেই ধারণা একদম ভেঙে দিয়েছেন। বার্ত তো আরও এক কদম এগিয়ে বলেছেন, 'লা ক্লার্তে' (স্বচ্ছতা) হলো উঠতি বুর্জায়াশ্রেণীরই উপযুক্ত গুণ, নিচের লোকদের দাবিয়ে রাখা, ভজানো ইত্যাদির জন্যেই তা কাজে লাগে! ৩৪ ভাষার বিচারে এমন "বামপন্থা" দেখলে স্তালিন - মাও মূর্ছা যেতেন।

ফলে ব্যাপারটা বেশ মজাদার হয়ে ওঠে। কোনো ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়েগুড়ে না-গিয়ে ডেভিড লজ বলেই দেন লাকঁ ছিলেন 'কুখ্যাত রকমের, ইচ্ছে করে কঠিন লেখক'।৩৫ আর সবিনয়ে কবুল করেন তাঁর রিডার-এ লাকঁ-র যে-লেখাটি তিনি নিয়েছেন তার সবটা পুরোপুরি বুঝেছেন এমন দাবি তিনি নিশ্চয়ই করবেন না। এঁদের অনুরাগীরা অবশ্য আমাদের জপাতে চান এই সব নব্য সমালোচকদের লেখা দুরূহ হলেও দুর্বোধ্য নয়,কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।৩৬
ব্যক্তিগতভাবে আমি বলতে পারি -- অনেক কাল হীনম্মন্যতার ভোগার পর এখন সাহস হয়েছে---এঁদের লেখা পড়ে আমি বিশেষ কিছু বুঝি না। প্রত্যেকটা (বা প্রায় প্রত্যেকটা) শব্দের মানে আলাদা করে বুঝতে পারি, কিন্তু অনেক সময়েই বাক্যটা ধরতে পারি না। যদি বা বাক্যটা ধরা যায়, একটা পুরো অনুচ্ছেদের মানে পরিস্কার হয় না। ব্যাকরণসিং বি.এ.-রা অবশ্য এক শিশি- বোতলের জায়গাটা ছাড়া আর শক্ত কিছু পান না। আমি যে হিজিবিজবিজি।

ফরাসি থেকে দৃষ্টান্ত তুললেই হয়তো ভালো হতো। কিন্তু 'সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি'। ইংরিজি তর্জমা থেকেই কিছুটা নেওয়া যাক

'The human being no longer has any history: or rather, since he speaks, works, and lives, he Finds himself interwoven in his own being with histories that are neither subordinate to him nor homogenous with him. By the fragmentation of the space over which Classical knowledge extended in its continuity, by the folding over of each separated domain upon its own development, the man who appears at the beginning of the nineteenth century is 'dehistoricized'.'৩৭

ধরে নিতে রাজি আছি মহামান্য মিশেল ফুকো এভাবে ছাড়া লিখতেই পারতেন না। তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। সবাইকে এক ঢঙে লিখতে হবে -- এমন আবদার করবই বা কেন? তাছাড়া, গবাদ কথাটা এদেশে চালু হওয়ার আগেও এ ধরনের গদ্যের চল ছিল, এখনও আছে। কেউ হয়তো বলতে চান রবীন্দ্রনাথের নাটক খুবই কম অভিনয় হয়। লেখার সময় লিখলেন 'রৈবিক নাটকের মঞ্চায়নের বৈরল্য'। এ তো আর কেউ লাকঁ পড়ে শেখেন নি (জানতে ইচ্ছে হয় কমলকুমার মজুমদার কি ফুকো / লাকঁ পড়েছিলেন?)। প্রত্যেকেরই নিজের ধাতসই ভাষায় লেখার হক আছে (যেমন আমারও হক আছে না - পড়ার)। সুতরাং একজন দেরিদা কি ডি মান যদি তেমন জিলিপি করে লেখেন, তাতে আপত্তির কোনো হেতু নেই।

কিন্তু যখন দেখি, দুনিয়ার তাবৎ গবাদী / উগবাদী টম - ডিক - হ্যারি রামা-শামা-যেদো - মেধো - সববাই ঐ 'রৈবিক নাটকের মঞ্চায়নের বৈরল্য'-মার্কা ইংরিজি, ফরাসি বা বাংলা লিখছে, তখন সন্দেহ না - হয়ে যায় না যে, গোটা ব্যাপারটাই সাজানো চালিয়াতি।৩৮ এ তো ভারি মজা ! যে যায় লঙ্কায়, সে-ই হয় রাবণ ! কাল অবধি বলছিল 'ভাত', আজ বলে 'অন্ন'. আসলে কী বলবে জানে না, কী বুঝেছে তার ঠিক নেই -- সুতরাং সেই না-বোঝাকে আপাদমস্তক না - বলা বাণীর আলখাল্লায় না- ঢাকলে চলবে কী করে?

আপত্তি উঠতে পারে তুমি বোঝো না বলে আর কেউ বোঝে না -- এমন কী কথা আছে ? তোমার জ্ঞানবুদ্ধি কম, তাই সহজ জিনিসও মাথায় ঢোকে না। বিনা প্রতিবাদে সে-কথা স্বীকার করে নিয়েও দেখুন, ছোটোবেলায় তো কোনো ইংরিজি বই পড়েই কিছু বুঝতুম না -- কারণ, ভাষাটাই জানা ছিল না। তারপর আস্তে আস্তে সেটা কিঞ্চিৎ রপ্ত হয়েছে। বার্টন পড়েছি, ব্রাউন পড়েছি (মায় 'সিউডো-ডাক্সিআ এপিডেমিকা'), দুর্বোধ্য জিনিসও কিছু কিছু বুঝেছি।গোড়া থেকে ধাপে ধাপে শিখলে, ওপর-ওপর অন্তত গোদা মানেটা তো বুঝতে পারি। উত্তরোত্তর শিক্ষার একটা পাঠক্রম অনুযায়ী পড়লে, আর বিষয়টায় আগ্রহ থাকলে সাধারণ ভাষাজ্ঞানের ভিত্তিতেই লেখা পড়ে বুঝতে পারা উচিত। নন্দনতত্ত্বের সব বই-ই যে একবার পড়েই বুঝেছি -এমন তো নয়। কিন্তু ব্যাপারটা কোন্ দিকে যাচ্ছে -- লেখক কী বলতে চাইছেন-- সেটা ধরতে (যত আবছাভাবেই হোক) তেমন বেগ পেতে হয় নি। এ-ই তো লেগে থাকার সুফল। এর জন্যেই তো চর্চা ছাড়তে নেই, চালিয়ে যেতে হয়।

ধন, হেগেল এর দর্শন--বা ঐ ধরনের কোনো ভাববাদী দর্শনই--মূলে (বা নির্ভরযোগ্য অনুবাদে) পড়ে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। সেটা আমারই অক্ষমতা। কিন্তু হেগেল যখন সুকুমার কলা নিয়ে বক্তৃতা দেন, 'রামায়ণ'--'মহাভারত'--ফিরদৌসি-মি ইত্যাদি নিয়ে মন্তব্য করেন ৩৯--তাঁর ভালো লাগা না-লাগার ধরনটা বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না। প্রথমত, বিষয়টা সাহিত্য--- অন্যান্য অনেক বিষয়ের চেয়ে এই নিয়েই চর্চা করেছি বেশি; দ্বিতীয়ত, ভাষার মধ্যেহার্ড্ল্ থাকলেও, পাঁচিল তোলা নেই। ফলে হেগেল যখন নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানটা ভুল বোঝান,৪০ সেটা ধরতেও কোনো ভুল হয় না। আবার মাত্র আট লাইনে যখন 'ফাউস্ট'-এর সারাৎসারটা তিনি বলে দেন,৪১ তখন -অ

ামারবলা না-বলায় কিছুই যায় আসে না জেনেও--'শাবাশ!' দিতে ইচ্ছে করে। আর ট্রাজেডি বিষয়ে তাঁর মত তো ভ াবনার খোরাক দেয়-ই । তার পাশে গবাদী / উগবাদীদের সোলোভাটিক *---পাঁপড়ের চেয়েও হালকা।

উগবাদীদের আবার একটা "বামপন্থী" ধারা ছিল। ষাটের দশকে 'তেল ক্যেল' (মানে যেমন তা-ই) পত্রিকা হয়ে উঠেছিল রীতিমতো মাওবাদী। তার লেখক-লেখিকারাও অতি কূট গদ্য লিখতেন-অনন্তকাল ধরে ভাবলেও, শ্রীগণেশ পুরোটা বুঝতে পারতেন না (এখন তাঁদের অনেকেই অবশ্য স্বস্থানে প্রস্থান করেছেন)। বিশেষ করে তাঁদের লেখাপত্র দেখে আমার অন্য একটা কথা মনে পড়ে যেত। সেটা এই
পাখি নিয়ে ইংরেজ কবিরা তো বিস্তর পদ্য লিখেছেন। পাখিদের তরফ থেকে তার কিছু উতোর দিয়েছিলেন জিকে চেস্ট ারটন। তারই একটির শেষ ক'টি চরণে ছিল

*এর মানেটা আমি কিছুতেই বলব না। তবে একটু আভাস দিচ্ছি শব্দটি লাতিন, বাংলা ও জার্মানের জোড়কলমে তৈরি । শব্দস্বত্ব অসহরক্ষিত।

Past the last trace of meaning and beyond
Mount, daring babbler, that pay-prompted stain
'Twixt thee and kings a never-failing bond
S wells not the less their carnage o'er the plain.
Type of the wise, who drill but never fight,
True to the kindred points of Might and Right.

এ তো গেল ভাষার কথা। সেই সঙ্গে আরও একটা আপত্তি আছে। মামুলি কথাকে এঁরা এমন চেহারায় হাজির করেন যে প্রথমটায় মাথা ঘুরে যায়। পরে অবশ্য আসল ব্যাপার ধরা পড়ে। এটা কোনো ব্যক্তির দোষ নয় ; তুচ্ছকে উচ্চ কর ার এই মহাপ্রয়াস গবাদ / উগবাদের, যাকে বলে, পত্তনের গোলমাল, ইন্‌বিল্ট শ্‌ ভীরিগ্‌ গাইট।

রোমান ইআকবসন নিঃসন্দেহে বিদগ্ধ মানুষ ছিলেন। "লিঙ্গুইস্টিক্স্‌ অ্যাণ্ড পোএটিক্স্‌" বলে একটি প্রবন্ধে ভাষাগত সংযোগ (কমিউনিকেশন) বা 'স্পীচ--ইভেন্ট'--এর সব ক'টি উপাদনকে তিনি 'বিধৃত' করেছিলেন এইভাবে

'The ADDRESSER sends a message to the ADDRESSEE. To be operative the message requires a CONTEXT referred to ('referent' in another, somewhat ambiguous, nomenclature), seizable by the addressee, and either verbal or capable of being verbali-zed; a CODE fully, or at least partially, common to the addresser and addressee (or in other words, to the encoder and decoder of the message); and, finally, a CONTACT, a physical and psychological connection between the addresser and the addressee, enabling both of them to enter and stay in communication.' ৪২

সরকারি ভাষার এই 'হ য ব র law'৪৩ বুঝতে যদি কারও দিশাহারা লাগে, তার জন্যে একটা 'ক্ষেমা'-ও তিনি দিয়েছেন
প্রসঙ্গ
সম্বোধক বার্তা সম্বোধিত
- - - - - - - - - - - - - - - - -
যোগ

সঙ্কেত
নাম-ধাম লেখা একটা মানি অর্ডার ফর্ম ধরে মিলিয়ে নিন। বিশেষ করে খেয়াল করবেন, স্পেস ফর কমিউনিকেশন (সন্দেশ কে লিএ স্থান, সংবাদ লিখিবার স্থান) বলে একটা জায়গা থাকে--এক্কেবারে নিচেতে। কোনো পত্রিকার গ্রাহক-চাঁদা পাঠানোর সময়ে যদি আপনি (=সম্বোধক, ডাক-তার বিভাগের পরিভাষায়, ভেজনেবালে, সন্ডার) সেখানে নিজের নাম-ঠিকানা ইত্যাদি না লেখেন, তবে সেই পত্রিকার দফ্তর (=সম্বোধিত, প্রাপক) সত্যিই আপনার সন্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে পারবে না, সঙ্কেতমোচন হবে না (মানে, পত্রিকা পাঠাতে পারবে না), কারণ 'যোগ' আর 'সঙ্কেত' --দু-এতেই ফাঁক থেকে গেছে।

অর্থাৎ, ইআকবসন -এর কথায় ভুল নেই কোথাও। বক্তব্য একটাই ঐ বিবরণ ও ছক - দুই - ই নিতান্তই মামুলি । আর এ শার্প সেই সঙ্গে বলেছেন, মামুলি হলেই যে নির্ভুল হবে --এমন তো নয়।৪৪ যে-লোক ঘরে বসে বই পড়ছে আর হল্-এ বসে যে বাজনা শুনছে--দু -এর ধরণ কি এক? শার্প এ বাবদে কিছু 'নান্দনিক পার্থক্য' করার পক্ষপাতী।

পারাসাদীয়তি যঃ কুট্যাং পর্যঙ্কীয়তি মঞ্চকে।
তস্য সন্তোষশীলস্য কুব্জিকাপ্যপ্সরায়তে।।

তৃতীয় আপত্তি গবাদী ও উগবাদীরামুড়ি-মিছরি একদর করে ছেড়ে দেন। একটা স্যাঁতসেঁতে থাড়কেলাস হলিউডী ফিল্ম, 'কাসাব্লাঙ্কা' (১৯৪২ ; মূল ভূমিকায় ইনগ্রিড বের্গমান ্য হম্ফ্রি বোগার্ট) নিয়ে উম্বের্তো একো নাতিদীর্ঘ এক নিবন্ধ লিখেছেন।৪৫ তিনি নিজেই বলেছেন, দ্রেয়ার, আইজেনস্টাইন বা আন্তোনিওনি-র ফিল্ম যদি শিল্পকর্ম, 'কাসাব্লাঙ্ক' সে তুলনায় নেহাতই নিরেস। কিন্তু এটি নাকি 'কাল্ট মুভি' হয়ে গেছে, তাই এত কথা। এলিঅট যেভাবে 'হ্যামলেট' পড়েছিলেন, একো-রও সেইভাবে 'কাসাব্লাঙ্ক' পড়তে লোভ হয়!

তার মানে, ক্লাসিক আর বাজারি মালের কোনো তফাত রইল না। একবার যদি কোনো জিনিসকে 'কাল্ট অবজেক্ট' বলে চালিয়ে দেওয়া যায়, তবে সে নিয়ে আপার সোলোভাটিক করায় আর কোনো বাধা নেই। 'শোলে' বলে একটা হিন্দী ফিল্ম নিয়ে কিছু সিনেলেকচুআল একদা সে-চেষ্টা করেছিলেন। যথেষ্ট কেরদানির ভাষা জানা ছিল না বলে তেমন কল্কে পান নি। এর জন্যে পাণ্ডিত্য লাগে না, পণ্ডিতম্মন্য ভাব করলেই চলে। কোনো সংলাপ ঠিকমতো উদ্ধৃত করাও দরকার নেই (একো নির্বিকারচিত্তে ভুল লেখেন, পাদটীকায় সম্পাদককে তা শুধরে দিতে হয়)। এদিক দিয়েগবাদ ্য উগবাদ - প্রাজ্ঞ (প্রজ্ঞা-ণ) ও প্রাজ্ঞ (প্র + অজ্ঞ) দুজনেরই আদর্শ চারণভূমি।

অবশ্য কিছু উৎকট শব্দ জানা চাই। আরও ভালো হয়, সঞ্চয়নের মতো সংরচনের ক্ষমতা থাকলে। শুধু শব্দ নয়, নতুন নতুন শব্দগুচ্ছ ফানুসের মতো আকাশে উড়িয়ে দিতে হবে। রবার্ট গ্রেভ্স-এর একটি কবিতা মনে পড়ে যায়

TILTH
('Robert Graves, the British veteran, is no longer in the poetic swim. He still resorts to traditional metres and rhyme, and to such outdated words as tilth, withholding his 100% approbation also contemporary poems that favour sexual freedom.'
From a New York critical Weekly)
Gone are the drab monosy labic days
When 'agricultural lab our' still was tilth,
And '100% approbation', praise
And 'pornographic modernism', filth—
Yet still I stand by tilth and filth and praise.

স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল
ক্ষণকালের ছন্দ।
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল,
সেই তারি আনন্দ।।

শেষ দাঁড়ি টানের আগে আর একটা কথাই বলতে চাই।
এই যে এত সব লিখলুম, তাতে কারও কি কোনো উপকার হবে? আলেক সাণ্ডার পোপ সম্পর্কে জর্জ ব্র্যাব -এর কথাগুলো তো ভোলার নয়

Our Pope, they say, once entertained the whim,
Who feared not God should be afraid of him.
But say they fear'd him, was it further Said,
That he reform'd the hearts he made afraid?
Did Chartres mend ? Ward, Waters and a Score
Of flagrant felons, with his floggings sore?
Was Cibber silenced?

মল্লিখিত এই তুচ্ছ রচনা পড়ে সব গবাদী/ উগবাদী রাতারাতি অগবাদী/ অনুগবাদী হয়ে যাবেন--এমন দুরাশা করি না।। তাছাড়া, যারা জেগে ঘুমোয় তাদের ঘুম ভাঙাব -- তেমন সাধ্যিও নেই (কারই বা আছে?)। বৃহত্তর কলকাতায়যেসব অজ্ঞানপাপী একটু আলগোছে গবাদ / উগবাদের কেনারায় ঘুরঘুর করছেন, তাঁদের জন্যেই এত কথা বলা।

ব্বিবিদ্যালয়গুলোকে আগে ঠাট্টা করে বলা হতো অচলায়তন। নতুন কিছুর সেখানে ঢুকতে মানা। এখন আর সে-কথা বলা যাবে না। বঙ্কিমন্দ্রের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের গান, মানিক বন্দ্যেপাধ্যায়ের গল্প -- সবকিছু নিয়েই এখন লেখা হচ্ছে ''লা ন্যুভেল ত্রিতিক ; এম ফিল, পি-এইচ ডি-র থিসিসও বেরচ্ছে। তার অনেকগুলোই অবশ্য দিশি সুত্তোবা ঘন্ট - ওপরে হাত খুলে ঢালা হয়েছে চিলি গার্লিক সস (=গবাদী / উগবাদী লেখাপত্র থেকে এলোপাথাড়ি উদ্ধৃতি)। বিকল্পে যেটা পাওয়া যায়--আর - একটু সোফি লোকজনের লেখায় - সেটা খুন ফিশ পিৎসা। শশা-টশা দিয়ে দিব্যি ড্রেসিং করে প্লেটে সাজিয়ে আনে-- দেখলেই পাভলভ-এর কুকুরের অবস্থা হয়। কিন্তু বাঙালির নাকে সে আধসেদ্ধ (ভাজা নয়) মাছের গন্ধ গেলেই অন্নপ্রাশনের ভাত সুদ্ধু উঠে আসে। আবাদ অনুষঙ্গে মনে পড়ে না-- খাওয়া বর্মী ঙাপ্পির কথা, ফিরতি টিকিট নিয়েই যা নাকি পেটে ঢোকে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নিয়ে দিল্লীবাসী এক বাঙালি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর ঘোর উগবাদী ইংরিজিতে লেখা একটি খসড়া পড়ার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু এ বাবদে আমার অবস্থা পাগলা দাশুর মতো নাম বলা বারণ! সাইক্লোস্টাইল্ড্ কাগজের প্রথম পাতায় কড়া হুকুম ছিল

Draft
Not to be quoted.

সুতরাং পরে কেউ দুষবেন না বাচচা ছেলে -মেয়ে পেয়ে আমাদের সবাই ভুল বুঝিয়েছিল, এ নিয়ে যে অন্য কথাওআছে - সে তো কেউ বলে নি। মনে রাখবেন সত্তর ও আশির দশকেও গবাদ/উগবাদ এমনকি ফ্রান্সেও একচছত্র অধিপতি ছিল না, এখনও নেই। আমেরিকার সব ব্বিবিদ্যালয়ই ইয়েল বা জন্স্ হপকিন্স্ নয়। এঁদের মধ্যে বিস্তর মতান্তর, ভাবের অভাব, শিবিরবদল ইত্যাদি ঘটেছে ও ঘটছে। দলত্যাগের ঘটনাও কম ঘটে নি। এর বাবভঙ্গি রপ্ত হতে-হতে হয়তো দেখবেন জোয়ার চলে গেছে (ষাটের দশকের শেষে যেমন হয়েছিল বিম্ব (ইমেজ) নিয়ে আদিখ্যেতার পর)

প্রাচীনতর সাহিত্য নিয়ে চর্চা করবেন এমন তণ ছাত্রদের জন্যে লেও স্পিট্‌ৎসার একবার একটা পাকাপাকি না-বাচক প াঠ্য - তালিকা (অর্থাৎ অ-পাঠ্য বই-এর লিষ্টি) করতে চেয়েছিলেন। তার লেখকদের মধ্যে ছিলেন উনামুনো,ওর্তেগা, ডিল্‌টি, ফ্রায়েড ; বুবের, বের্গসঁ, শেলার, সার্ত্র, স্পেংলার, হাইডেগ্‌ গার। ৪৭ সব যুগের সাহিত্য পড়ার জন্যেই আম াদের এখানেও এর'ম একটা তালিকা তৈরি করা দরকার। তার মধ্যে যাবতীয় গবাদী ও উগবাদী পড়বেন। আর, যারা কখনও মন দিয়ে আরিস্তোতল-এর 'পো এটিক্‌স্‌' ও তার ইবনে সিনা (আভিসেন্না)-ভাষ্য পড়ে নি, ভরতের 'নাট্যশ াস্ত্র'র সঙ্গে 'চরক'-এ 'সুশ্রুত-সংহিতা'র যোগের খবর রাখে না -- সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে তাদের কথা বলা সাজে না। বাঙা লি বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ তো ভীষণ আদেখলে আর সায়েব - ঘেঁষা, তাই আরও সাবধান হওয়া চাই। বিলিতি বইপত্র আর বেশি পাওয়াও যাবে না ; পেলেও, দাম যা বাড়ছে তাতে দুটো পকেটই ফুটো হয়ে যাবে। জেরক্‌স্‌ করিয়েও কূল পাওয়া ভার। বিশেষ করে কলেজ ষ্ট্রিট ও যাদবপুরের কফি হাউস-বিহারী বুদ্ধিজীবীদের মাথায় রেখেই এসব কথা বলছি, যাঁরা খবরের কাগজ ও বই-এর জ্যাকেট ছাড়া আর বিশেষ কিছু পড়েন না, কলমছুঁতে আপত্তি কিন্তু মুখেন মারিতং জগৎ, ছেলে - ছোকরাদের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়াই যাঁদের একমাত্র ব্রত, যাঁদের কথা ভেবেই হয়তো এই লিমেরিকটি লেখা

There was and old man of Bengal,
Who purchased a bat and a ball,
Some Gloves and some pads:
It was one of his fads,
For he never played cricket at all.

লেখার মধ্যে কিছু কবিতার কণা স্বরূপে বা বিরূপে (প্লাস্টিক সার্জারি - করা চেহারায়) এখানে ওখানে ছড়ানো রয়েছে। আশা কবিরা এই পুনর্বিনির্মাণে ক্ষুণ্ণ হবেন না।

টিকা

১. খুব সংক্ষেপে এদের কথা জানাতে চাইলে Roger Webster, Studying Literary Theory – An Introduction, London: Edward Arnold, 1990 দ্র.। বইটির প্রধান গুণ আকারে খুবই ছোটো।
সাহিত্যতত্ত্বের নতুন নতুন পারিভাষিক শব্দ বোঝার জন্যে Karl Beckson and Arthur Ganz, Literary Terms. A Dictionary, Calcutta: Rupa, 1991 (১৯৯০ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ) কাজে লাগবে। তুলনায় কম
টাটকা হলেও Martin Gray, A Dictionary of Literary Terms, Harlow: Longman York Press, 1984; Roger Fowler (ed.), A dictionary of Modern Critical Terms, London : Rkp, 1987 দির্গ দর্শনের পক্ষে উপকারী। আর Alan Bullock et al (eds.), The Fontana Dictionary of Modern Thinkers (1983) ও... of Modern Thought (1989), London : Fontana Paperbacks তো অপরিহা
র্য। ---এছাড়াও আরও অনেক (মানে, অন্তত শ-খানেক) বই আছে।

২. এ বিষয়ে উৎকৃষ্ট আলোচনা পাওয়া যায় Georg Lukas, The Destruction of Reason, London: Merlin, 1980 (প্রথম জার্মাল সংস্করণ ১৯৫৪)-এ ।যুদ্ধোত্তর অযুক্তিবাদ সংক্রান্ত আলোচনাটি অবশ্যপাঠ্য।

৩. জেনিভা ঝিবিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব, শেষের দিকে সাধারণ ভাষাতত্ত্ব পড়ানোর সময়ে দ্য সোস্যুর অনেক কথাই ছাত্রদের বলতেন। তাঁর কর্মজীবনের শেষ ক'বছরের চিন্তাভাবনা প্রকাশ পেয়েছিল তিনটি পাঠক্রমের

বক্তৃতায় (১৯০৭, ১৯০৮-০৯, ১৯১০-১১)। সেগুলো কিন্তু তিনি আর গুছিয়ে লিখে উঠতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর নিজের লেখা পত্র ও ছাত্রদের নেওয়া নোট জড়ো করে সেই ভাষাচিন্তার একটা রূপ হাজির করেন তাঁর দুই সহকর্মী। দ্য সোস্যুর -রে বক্তব্যের মধ্যে অনেক অসঙ্গতি, স্ববিরোধী মন্তব্য ইত্যাদি ছিল (তার সবটাই ছাত্রদের নোট-নেওয়ার ভুল নয়)। স্বাভাবিক। তিনি তো বই বেরনোর আগে সেগুলো আবার পড়ে মেরামত করার সুযোগ পান নি।

দ্য সোস্যুর বিষয়ে সাধারণভাবে জানার জন্যে Jonathan Culler, Saussure, London: Fontana, 1976 দ্র.। সেই সঙ্গে Sebastiano Timpanaro, "Structuralism and its Successonrs", On Materialism, London: Verso, 1980, বিশেষ. পৃ. ১৪৫-৪৬ -এর আলোচনাটি খুবই দরকারি।

৪. Robert Weimann, "Structuralism and Literary History", Structure and Society in Literary History, London: Lawrence & Wishart, 1977, p. 146.

৫. David Lodge (ed.), 20th Century Literary Criticism: A reader, London and New York, Longman, 1972 -এ "Incest and Myth" নামে লেভি-স্ত্রাউস-এর রচনাটি দ্র.।

৬. David Lodge (ed.), Modern Criticism and Theory, London and New York: Longman, 1989 (First impression 1988), p. 79.

৭. ঐ পৃ. ১০৫ টীকা ১২ দ্র.।
৮. J. G. Merquior, From Prague to Paris: A Critique of Structuralist and Post-Structuralist Thought, London: Verso, 1986 (ও তাঁর Foucault, London: Fontana, 1985) এ বাবদে ভালো দিশারি।

৯. ফুকো অবশ্য দিজেকে গবাদী বলতে রাজি হতেন না। তাঁর The Order of Things. An Archaeology of The Human Sciences. London: Tavistock Publications, 1986, Foreword to the English Edition, p. xiv দ্র.। অন্যরাও যে সরবে নিজেদের গবাদী বা উগবাদী বলে ঘোষণা করেছেন এমন নয়। কিন্তু প্রথম- প্রথম 'স্ট্রাকচার' -এর মার্কাটা এঁদের অনেকেই স্বেচ্ছায় ব্যবহার করেছিলেন। John Sturrock (ed.), Structuralism and Since. From Levi-Strauss to Derrida, Oxford: University Press, 1988, pp. 3-4 দ্র.।

১০. মূল শের ফরাসি ও ইংরিজি তর্জমা আবার কোনো - কোনো জায়গায় মেলে না !Colin Mercer, "Paris Match: Marxism, Structuralism and the Problem of Literature" in: Jeremy Hawthorn (ed.), criticism and critical Theory, London: Edward Arnold, 1984, pp, 45-46 দ্র.। কোনো এক ভবিষ্যতে, কয়েকজন সহযোগীর সঙ্গে মিলে, যখন Ubersetzungstheorie (অনুবাদতত্ত্ব) নিয়ে বইটা লিখব, তখন এসব ব্যাপারে আরও ছড়িয়ে আলোচনা করা যাবে।

১১. William J. Handy and Max Westbrook (eds.) Twentieth Century Criticism. The Major Statements, New Delhi (&c) : Light and Life Publishers, 1976 (…published with the assistance of the Joint Indian American Textbook programme).

১২. Alex Preminger (ed.), Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Princeton: Princeton University Press, 1975 (U.K. 1979).

১৩. টীকা ৫ ও ৬ দ্র.।

১৪. Terry Eagleton, Literary Theory. An Introduction, Oxford: Basil Blackwell, 1985) First published 1983, pp. 95-96 দ্র.। রজার ওয়েবস্টার -এর (টীকা ১) বইটি পড়ার পর এই বইটি পড়লে কাজে দেবে।

১৫. 'গাঙ্গেয় পত্র', সংকলান ১০, ১৯৮৭-তে প্রকাশিত। 'কবিতার ভাষা' নামে আলাদা বই হয়েও বেরিয়েছে।

১৬. 'অঙ্গুত্তর নিকায়' (২/৫/৬), লণ্ডন পালি টেক্স্ট সোসাইটি (পি টি এস), ১৮৮৫, পৃ. ৭২-৭৩।

১৭. প্রথম প্রকাশ Yale French Studies, 1966; Jacques Ehrmann, Structuralism, New York, 1970 -এ পুনর্মুদ্রিত। হাতের কাছে কোনোটাই না - পাওয়ায় ইগলটন-এর সারসংক্ষেপই ব্যবহার করতে হলো (টীকা ১৪, পৃ. ১১৬)।

১৮. পল ডি মান অবশ্য বলতে পারন তুমি, বাছা,ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজছ। এটা হলো সাহিত্যতত্ত্ব এর ঘরানাই আলাদা, ডিসিপ্লিন - টাই অন্য। তিনি লিখেছেন

'Literary theory can be said to come into being when the approach to literary texts is no longer based on nonlinguistic, that is to say historical and aesthetic, consideration or, to put it somewhat less crudely, when the object of discussion is no longer the meaning or the value but the modalities of production and of reception of meaning and of value prior to this establishment–the implication being that this establishment is problematic enough to require an autonomous discipline of critical investigation to consider its possibility and its status.' ("The resistance to theory" in: Lodge (টীকা ৬), পৃ. ৩৫৯)

তাহলে একে 'সাহিত্যতত্ত্ব' না-বলে 'সাহিত্যের প্রাত্তত্ত্ব' বা 'প্রাক্সাহিত্যতত্ত্ব' নাম দিলেই ভালো হতো না?

১৯. লজ (টীকা ৬), পৃ. ১৬৭-১৯৫ দ্র.।

২০. 'শতপথ ব্রাহ্মণ', ১১/৬/২/৫/ সায়ণভাষ্য 'বেদার্থ-প্রকাশ' সমেত, কল্যাণ গঙ্গাবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণদাস, চতুর্থ ভাগ, ১৯৪০, পৃ. ২৬৪৩। এগলিং তাঁর ইংরিজি অনুবাদে 'রাজন্যবন্ধু'কে'fellow of a rajanya' করেছেন, যাতে কি ছু বোঝায় না -- এক তুচ্ছতা ছাড়া (Sacred Books of The East, vol. XLIV, Oxford : Clarendon Press, 1900, p. 113)

২১. Geoffrey Bennington, Sententiousness and the Novel. Laying Down the Law in Eighteenth – Century French Fiction. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, pp. 123, 239 n 32 দ্র.।

২২. "উত্তম - পুষ উপন্যাস সম্পর্কে", 'গাঙ্গেয় পত্র' ১১, এপ্রিল ১৯৮৯, পৃ. ২২-৩৭।

২৩. লজ (টীকা ৬), পৃ. ১৭১।

২৪. Robert Crosman, "Is There Such a Thing As Misreading?" in : Hawthorn (টীকা ১০),পৃ.৪।

২৫. Madan Sarup, An Introductory Guide to Post-Structuralism and Postmoderrnism, New York (&c): Harvester Wheatsheaf, p, 155 n 14. জোনাথন কালার-এ ভূমিকাটিকে 'মূল্যবান আলোচনা' বলেছেন (স্টারক (টীকা ৯), পৃ. ১৮০ দ্র.)। --দেরিদা-র De la Grammatologie (1967) বা গায়ত্রীর অনুবাদ (of Grammatology, Baltimore, Md. And London: Johns Hopkins University Press, 1977) কাজের সময়ে হাতের কাছে নেই (কলকাতায় বসে এসব নিয়ে লেখার এই এক জ্বালা!), তাই প্রধ ানতChristopher Norris, Deconstruction: Theory and Practice, London and New York: Methuen,

1986 -কেই আশ্রয় করতে হলো।

২৬. Geoffrey Hartman, “The interpreter’s Freud” in: Lodge (টীকা ৬), পৃ. ৪২০ দ্র.। (পাতার সংখ্যাটার কি কোনো গণিত - অতিরিক্ত তাৎপর্য আছে?)
২৭. নরিস (টীকা ২৫), পৃ. ২১, ১১৪।
২৮. P. D. Juhl, “Playing with Texts: Can Deconstruction Account for Critical Practice?” in: Hawthorn (টীকা ১০), পৃ. ৫৯-৭১। অতি উপাদেয় রচনা।
২৯. ত্রসম্যান (টীকা ২৪), পৃ. ত-৪; ইগলটন (টীকা ১৪), পৃ. ১৩৩-৩৪ দ্র.।
৩০. M. H. Abrams, “The deconstructive angel” in: Lodge (টীকা ৬), পৃ. ২৭০।
৩১. T. W. Rhys Davids, Buddhist Suttas, Sacred Books of the East, vol. xi Oxford: Clatendon Press, 1881, P. 383; Dialogues of the Buddha, part ll, London: Pali text Society, 1910, P. 108: Mrs, Rhys Daveds, the Book of the Kindred Sayings (Samyutta-Nikaya) or Grouped Suttas. London: PTS. Part I, 1971, p. 37 (trans. of xxii. 43) & n1; Ten Suttas from Digha Nikaya, Rangoon : Burma Pitaka Association, 1984, p. 225, রাহুল সাংকৃত্যায়ন-জগদীশ কাশ্যপ-এর হিন্দী তর্জমায় রয়েছে ‘আত্মদীপ’, কিন্তু শব্দ - অনুক্রমণীতে ‘আত্মদ্বীপ (=স্বাবলংবী)’ ! (‘সুত্তপিটক-কা দীর্ঘ - নিকায়’, লখনউ ভারতীয় বৌদ্ধ শিক্ষা পরিষদ, ১৯৭৯, পৃ. ২৩০, ৩৩৫)। ভিক্ষু শীলভদ্র-র বাংলা তর্জমায় ‘আত্মদীপ’ (‘দীঘ নিকায়’, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা মহাবোধি সোসাইটি, ১৯৫৪, পৃ. ৯২-৯৩), সুকুমার দত্ত-র অনুবাদ ‘আত্মদ্বীপ’ (‘মহাপরিনির্বাণের কথা’, দিল্লী পাবলিকেশন্‌স্ ডিভিশন / ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, ১৯৬০, পৃ. ৬১, ১১০)।

৩২। বুদ্ধঘোস, ‘সুমঙ্গলবিলাসিনী’, লণ্ডন পি টি এস, ১৯৭১, পৃ. ৫৪৯ (‘অত্তদীপা তি মহাসমুদ্দগতং দীপং বিয় অত্তানং দীপং পতিট্‌ঠং কত্বা বিহরথ’) ; Ernst Waldxchmidt, Das Mahaparinirvanasutra, Teill ll, Berlin: Akademie-Verlag, 1951, S. 200-01(‘আত্মদ্বীপৈর্বিহর্তব্যম্’) ; চীনা মূলসর্বাস্তিবাদী ‘বিনয়’ -এও তা -ই আছে (জার্মান তর্জমায় ... nehmt euch selbst als Insel, ঐ, পৃ. ২০৩)।

৩৩. ‘প্যারিসে ছাত্রাবস্থায় আমার অধ্যাপক স্বর্গীয় Jules Bloch (ঝ্যুল ব্লক) বলিতেন যে, মাতৃভাষা সম্পর্কে ফরাসী পণ্ডিতদের এই আদর্শ যে, অতি মহাপণ্ডিতও যদি কোনও গভীর দার্শনিক বা সাহিত্য সংক্রান্ত তত্ত্ব বা তথ্য লইয়া আলোচনা করেন (বিজ্ঞানের কথা পৃথক, কারণ বিশেষ প্রবেশ অপেক্ষিত), তাহার ভাষা এমনই প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য হওয়া চাই যে ফরাসী ভাষা শুনিয়া ও পড়িয়া যে বুঝিতে পারে এমন মানুষের পক্ষে ভাবগ্রহণে ও রসগ্রহণে যে কোনো বাধা না হয়।’ (‘মনীষী স্মরণে’ কলকাতা জিজ্ঞাসা, ১৯৭২, পৃ. ৩৭)

৩৪. স্টারক (টীকা ৯), পৃ. ১৬-১৭ দ্র.। অন্যদের তুলনায় বার্ত কিন্তু অনেক সুগম - অন্তত সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে।
৩৫. লজ (টীকা ৬), পৃ. ৭৯। স্টারক বলেছেন, ‘Intelligent if hasty commentators have concluded that Lacan is unintelligible and that his followers therefore can be no more than willing stooges.’ (টীকা ৯, পৃ. ১৬)। আমি ঐ ভাষ্যকারদের সঙ্গে একমত।
৩৬. যথা : Madan Sarup (টীকা ২৫), পৃ. ৭।
৩৭. Michel Foucault, The Order of Things (টীকা ৯), পৃ. ৩৬৮-৬৯। তাঁর বই খুলে যে-কোনো পাতার দিকে তাকালেই এমন বাগ্‌গুচ্ছ পাওয়া যাবে।

৩৮. তিম্পানারো বলেছিলেন : I must confess that I am incurably committed to the view that in

Lacan's writings charlatanry and exhibitionism largely prevail over any ideas of a comprehensible, even if debatable mature: behind the smoke –screen, it seems to me, there is nothing of substance; and it is difficult to think of a pioneer in the encounter between psychoanalysis and linguistics who has more frequently demonstrated such an erroneous and confused knowledge of the latter, whether structural or not'. (The Freudian Slip, London: Verso, 1985, p. 58 n) তাঁর আগের বইতেও (টীকা ৩ দ্র.) লাকঁ, ফুকো ও লেভি স্ত্রাউস -এর (বিশেষত লাকঁ-র) ভাষাতত্ত্ব - বিষয়ক জ্ঞান নিয়ে এমনিই কড়া মন্তব্য করা ছিল (পৃ. ১৭৭ ও টীকা ৯৮)। এতে কেউ অসন্তুষ্ট হয়েছেন (যেমন, Malcolm Bowie, "Jacques Lacan" in: Sturrock (টীকা ৯), পৃ. ১৪৭)। স্টারক -এর মতোই (টীকা ৩৫) তিনি একে বলেছেন, 'Premature judgement' (ঐ)। ইতিমধ্যে লাকঁ ও তিম্পানারো দুজনেই গত হয়ছেন। সুতরাং পরিণত বিচারটা আর পাওয়া হলো না।

৩৯. Hegel's Aesthetics. Lectures on Fine Art, 2 vols., Oxford : Clarendon Press, 1975, pp, 344-46 ; 1095-95 ; 1079 – 98 ; 368.

৪০. ঐ পৃ. ২১৪-১৫ ।(বাল্মীকি অবশ্য হেগেল-এর লেখায় সর্বদাই Valmikis!) ৪১. ঐ, পৃ. ১২২৪।

৪২. লজ (টীকা ৬), পৃ. ৩৫। শার্প- এর উদ্‌ধৃতিতে (টিকা ৪৪ দ্র.) রোমান স্মল ক্যাপিটালগুলো আপার - লোয়ার ইটালিক -এ ছাপা আছে।

৪৩. 'গঠনমূলবাদ' শব্দটির মতো এই শিব্রামীল্লেষটিরও ONLIE BEGETTER শ্রীস্নেহোৎপল দত্ত।

৪৪. R. A. Sharpe, "The Private Reader and the Listening Public" in: Hawthorn (টীকা ১০), পৃ. ১৫-২৬ দ্র.।

৪৫. Umberto Eco. "Casablanca: Cult Movies and Interstitial Collage" in: Lodge (টীকা ৬), পৃ. ৪৪৬-৫৫।

৪৬. টাটক্া একটা বই-এ লিখেছে "Although waning in French intellectual life by the end of the 1970s, post-structuralism's delayed influence upon literary and cultural theory in the English – speaking world continued through the 1980s. (Chris Baldick, The concise Oxford Dictionary of Literary Terms, Oxford (&c.): Oxford university Press, 1990 p. 176) নববই -এর দশকে ইংরিজিভাষী জগতেও উগবাদে ভাঁটা দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়। অসার জিনিস তো বেশিদিন টানা যায় না।

৪৭. Rene Wellek, Discriminations: Further Concepts of criticism, New Haven and London: Yale University Press, 1970, p. 208-এ উল্লিখিত।